ইইউ ইওএম বাংলাদেশ তাদের চূড়ান্ত প্রতিবেদন ১৯টি সুপারিশসহ উপস্থাপন করেছে; এসব সুপারিশ বাস্তবায়নে ইইউ বাংলাদেশকে সহায়তা করতে প্রস্তুত রয়েছে

তাৎক্ষণিক প্রকাশের জন্য

ঢাকা, ২৮ এপ্রিল ২০২৬ - আজ ইউরোপীয় ইউনিয়ন নির্বাচন পর্যবেক্ষণ মিশন ১২ ফেব্রুয়ারির সংসদীয় নির্বাচনের ওপর তাদের চূড়ান্ত প্রতিবেদন পেশ করেছে। এই প্রতিবেদনটি দুই মাসব্যাপী দেশব্যাপী পর্যবেক্ষণের ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে এবং এতে সম্পূর্ণ নির্বাচনী প্রক্রিয়ার বিস্তারিত বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন তুলে ধরা হয়েছে। এই প্রতিবেদনের অংশ হিসেবে মিশন ১৯টি সুপারিশ প্রদান করেছে, যার লক্ষ্য হলো গণতান্ত্রিক নির্বাচনের ব্যাপারে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অঙ্গীকারের সাথে সংগতি রেখে ভবিষ্যৎ নির্বাচনী প্রক্রিয়ার শুদ্ধতা ও নির্ভরযোগ্যতা আরও সুদৃঢ় করা।

ইইউ ইওএম-এর প্রধান পর্যবেক্ষক এবং ইউরোপীয় পার্লামেন্টের সদস্য ইভার্স ইজাবস বলেছেন: *"এই বিশ্বাসযোগ্য ও দক্ষতার সঙ্গে পরিচালিত নির্বাচন গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা এবং আইনের শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠার পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ, যা সকল অংশীজনের মধ্যে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার প্রতি একটি যৌথ অঙ্গীকারকে প্রতিফলিত করে। যদিও নির্বাচন জনআস্থা বৃদ্ধি করেছে, তবুও আইনগত ও প্রক্রিয়াগত ঘাটতি রয়ে গেছে, যা জুলাই জাতীয় সনদ এবং এর পরবর্তী সময়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সংস্কার প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখার প্রয়োজনীয়তার ইঙ্গিত দেয়।"*

মিশনটি বেশ কিছু ইতিবাচক অগ্রগতির কথা উল্লেখ করেছে, যা বাংলাদেশের গণতন্ত্রের স্থিতিশীলতার প্রমাণ বহন করে। পুনর্গঠিত আইনি কাঠামো অনেকাংশেই গণতান্ত্রিক নির্বাচনের আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সাথে সংগতিপূর্ণ ছিল; বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন (ইসি) পেশাদারিত্বের সাথে কাজ করেছে, স্বচ্ছতা প্রদর্শন করেছে এবং বিদেশে বসবাসরত প্রায় ৭৭০,০০০ ভোটারকে সফলভাবে ভোটাধিকার প্রদান করেছে। নির্বাচনী তদন্ত ও নিষ্পত্তি কমিটিগুলো প্রচারণার নিয়মাবলি বজায় রাখতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে। মিশনটি নাগরিক সমাজের সক্রিয়তা লক্ষ্য করেছে এবং ভুল তথ্য প্রতিরোধের লক্ষ্যে গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় উদ্যোগসমূহকেও গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নিয়েছে। তবে জবাবদিহিতা বৃদ্ধি এবং নির্বাচনে অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিবেশ তৈরির জন্য আরও প্রচেষ্টার প্রয়োজন। এই নির্বাচনে নারী প্রার্থীদের উপস্থিতি নগণ্য বললেই চলে, যা নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে নারীদের এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাবকে ইঙ্গিত করে। নির্বাচন কমিশনের প্রচারণাবিষয়ক বিধিবিধানের প্রয়োগে অসংগতি এবং প্রচারণার অর্থায়ন সংক্রান্ত আইনের সীমিত তদারকি ও জবাবদিহিতা একটি অসম নির্বাচনী পরিবেশ তৈরির ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছে। ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে ঘটিত সহিংসতা ও হয়রানির ঘটনা এবং পুলিশের অপর্যাপ্ত সুরক্ষা গণমাধ্যমের স্বাধীনতাকে সংকুচিত করেছে; সেই সাথে ডিজিটাল তথ্যের নির্ভুলতা ও নিরাপত্তা রক্ষায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলোর প্রস্তুতিও অপর্যাপ্ত বলে প্রতীয়মান হয়েছে।

"এখন সময় হয়েছে স্বচ্ছতা ও আইনের শাসন শক্তিশালী করার লক্ষ্যে সংস্কার প্রক্রিয়ার দিকে নজর দেওয়ার; সরকারি ও রাজনৈতিক জীবনে নারীদের অংশগ্রহণে রাজনৈতিক সদিচ্ছা প্রদর্শন এবং অনলাইনে ও অফলাইনে একটি বহুমাত্রিক ও নিরাপদ জনবিতর্কের পরিবেশ তৈরি করার। সম্প্রতি স্বাক্ষরিত 'অংশীদারিত্ব ও সহযোগিতা চুক্তি'-এর আলোকে এবং গণতান্ত্রিক নীতিমালার প্রতি আমাদের অবিচল প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করে ইউরোপীয় ইউনিয়ন এই প্রচেষ্টায় বাংলাদেশকে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত," বলেন ইভার্স ইজাবস।

ইইউ ইওএম ছয়টি অগ্রাধিকারমূলক সুপারিশ পেশ করেছে। এর মধ্যে রয়েছে—নির্বাচনী আইনি কাঠামোর ব্যাপক সংশোধন; নির্বাচনী প্রচারণা অর্থায়নের কঠোর নিয়মাবলী ও তদারকি ব্যবস্থা প্রবর্তন; রাষ্ট্রীয় ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির জন্য ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ; এবং একটি নিরাপদ ডিজিটাল পরিবেশ নিশ্চিত করতে সুদূরপ্রসারী সংস্কার সাধন। মিশন আরও সুপারিশ করেছে যেন নির্বাচন কমিশন ভোট গণনার সকল পর্যায়ে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে পদক্ষেপ নেয় এবং অন্যান্য শ্রেণির ভোটারদের জন্যও ডাকযোগে ভোট দেওয়ার সুযোগ বাড়ানোর বিষয়টি বিবেচনা করে। ইইউ ইওএম-এর পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন এবং ১৯টি সুপারিশের সবগুলোই মিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।

ইইউ ইওএম ২৮ ডিসেম্বর ২০২৫ থেকে ৪ মার্চ ২০২৬ পর্যন্ত বাংলাদেশে উপস্থিত ছিল। পূর্ণ সক্ষমতায় এতে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সব সদস্য রাষ্ট্র, কানাডা, নরওয়ে ও সুইজারল্যান্ড থেকে আগত মোট ২২৩ জন আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যারা বাংলাদেশের সকল ৬৪টি প্রশাসনিক জেলায় মোতায়েন ছিলেন।

আরও তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে ইইউ ইওএম প্রেস অফিসার এগনেস ডোকার সাথে যোগাযোগ করুন।

মোবাইল: +৮৮০ ১৩৩৫ ২০১ ৪৭১ ইমেইল: agnes.doka@eueombangladesh2026.eu